শরীয়তপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানে দপ্তরি

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
০৪ জুন ২০২৪, ১২:০০ এএম

শরীয়তপুর সদর উপজেলার শৌলপাড়া ইউনিয়নের গয়ঘর খলিফাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি চলে দুজন শিক্ষক দিয়ে। এর মধ্যে একজন সভায়, অন্যজন প্রশিক্ষণে থাকায় একসঙ্গে দুই ক্লাসের পাঠদান করছেন দপ্তরি রাসেল মিয়া। শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি শিক্ষক হিসেবেই পরিচিত। গতকাল সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দেখা গেছে এই চিত্র।

জানা যায়, শিক্ষক সংকট থাকা সত্ত্বেও স্কুলটিতে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা একশর বেশি। প্রতিদিন এসব শিক্ষার্থী স্কুলে এলেও শিক্ষক সংকটে ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান। গত তিন দিন ধরে স্কুলটির সহকারী শিক্ষক পলাশ অধিকারী কারিকুলাম ট্রেনিংয়ে ও সোমবার প্রধান শিক্ষক অমল অধিকারী ক্রীড়া সংক্রান্ত একটি সভায় যোগ দেওয়ায় শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়ে স্কুলটি। যার ফলে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে একই সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠদান শুরু করেন দপ্তরি রাসেল মিয়া।

এ ব্যাপারে রাসেল মিয়া বলেন, অমল স্যার মিটিংয়ে গেছেন, আর পলাশ স্যার ট্রেনিংয়ে। কোনো শিক্ষক নেই। তাই শিশুদের পাঠদান আমি নিজেই করাচ্ছি। এছাড়াও স্কুলে শিক্ষক সংকট থাকায় আমাকে প্রায়ই এভাবে পাঠদান করাতে হয়।

স্কুলটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অমল অধিকারী বলেন, ক্রীড়াবিষয়ক একটি মিটিংয়ে আমি ডোমসারে আছি। মিটিংয়ের সভাপতিত্ব করছেন প্রাথমিক সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা শরীফ মো. এমারত। স্কুলের অপর শিক্ষক পলাশ ট্রেনিংয়ে রয়েছেন। স্কুলে আজ কোনো শিক্ষক নেই।

স্কুলটির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো. ইলিয়াস মিয়া বলেন, স্কুলে শিক্ষক সংকট থাকায় আমাদের আবেদনের ভিত্তিতে মামুন নামে একজন শিক্ষককে অতিরিক্ত দায়িত্বে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উনিও বর্তমানে না থাকায় স্কুলে মাত্র দুজন শিক্ষক রয়েছেন। একটি স্কুল মাত্র দুজন শিক্ষক দ্বারা

পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আমরা বারবার শিক্ষা অফিসে আবেদন করার পরও শিক্ষক দেওয়া হয়নি। তারা জানিয়েছে, নতুন নিয়োগের পরে শিক্ষক দেওয়া হবে। তবে আজকের (সোমবার) বিষয়টি আমার জানা নেই। প্রয়োজন ছাড়া স্কুলশিক্ষকদের সঙ্গে আমার তেমন কথা হয় না।

শরীয়তপুর সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. তাজুল ইসলাম বলেন, ট্রেনিং ও মিটিংয়ে থাকার কারণে বর্তমানে শিক্ষক সংকট চলছে। তবে একটি বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষক না রেখে কেন সব শিক্ষককে ট্রেনিং ও মিটিংয়ে নেওয়া হলো বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। দপ্তরি দিয়ে ক্লাস নেওয়ার বিষয়টি তার জানা নেই বলে জানান এই কর্মকর্তা।

আরও খবর থেকে আরও পড়ুন

আগামীকাল ৫৮ উপজে